

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলী আধঃপতনে আমার করনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশরাফিয়া সুলতানা

রোলঃ 228021616

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আমার আমলী আধঃপতনে আমার করনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

আশরাফিয়া সুলতানা

রোলঃ 228021616

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আমার আমলী আধঃপতনে আমার করনীয় ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে আশরাফিয়া সুলতানা, আইডিঃ 228021616 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আলী হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

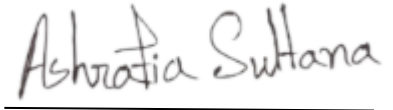
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ আমার আমলী আধঃপতনে আমার করনীয় ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আলী হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।



(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

আশরাফিয়া সুলতানা

আইডিঃ 228021616

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:.....	5
আমলের গুরুত্ব:.....	6
আমলের অধঃপতন বলতে কী বোঝায়:.....	7
আমলের অধঃপতনের কারণসমূহ:.....	8
দুনিয়ামুখী হওয়া:.....	9
অলসতা:.....	10
হারাম ভক্ষণ:.....	11
গোপন গুনাহ:.....	12
সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি:.....	14
অশ্লীলতা:.....	15
অঙ্গীকার ভঙ্গ করা:	16
আমলের অধঃপতনে করণীয়:.....	17
আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা:.....	18
আল্লাহকে ভয় করা :.....	19
ওহীর বিধান মেনে চলা:.....	20
আখিরাতকে স্মরণ করা:.....	21
কবর ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা:	22
অন্তরের পবিত্রতার জন্য দুয়া করা:.....	22
মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা:.....	23
ছগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা:	24
জাহান্নাম এর কথা স্মরণ করা:.....	24
দুয়া ও ইস্তেগফার পড়া:.....	25
অল্প হলেও আমল নিয়মিত করা :.....	26
আমি কীভাবে আমার আমলের ধারাবাহিকতা ঠিক করেছি.....	27
উপসংহার:.....	28

ভূমিকা:

আল্লাহ তা'লা মানুষকে এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন তার ইবাদাত করার জন্য। এ দুনিয়ায় আমরা এসেছি আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে পরকালে চিরকালের সুখের জীবন নিশ্চিত করে নিতে। দুনিয়ায় আমরা কে কোন পথে চলি তা দ্বারাই আখিরাতে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান নির্ধারণ করা হবে। এই চিরসত্য জানার পরও আমরা মানুষেরা গাফেল হয়ে যাই। দুনিয়ায় আসার মাকসাদ ভুলে যাই। দুনিয়ার সাময়িক স্বাচ্ছন্দ্যে মেতে আল্লাহকে ভুলে যাই। অথচ এর পরিণাম অতি ভয়াবহ। নফস ও শয়তানের তাড়নায় ইহকালকেই আঁকড়ে ধরতে চাই। আল্লাহ তা'লা কুরআনে বলেন-

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“অর্থঃ শয়তান তো চায়, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চারিত করে দিতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব, তোমরা এখন ও কি নিবৃত্ত হবে?” [১]

এ অবস্থায় নিজের আমল, আখলাকের বিশেষ যত্ন নেওয়া আবশ্যিক হয়ে দাঁড়ায়। আমলের এই অধঃপতনের কারণ নিশ্চিত করে এর প্রতিকার এর দ্বারাই আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা সহজ হবে ইন শা আল্লাহ।

আমলের গুরুত্ব:

আমল অর্থ কাজ। তবে ইসলামে আমল বলতে আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীকেও বোঝায়। ইসলামের সাথে আমল সম্পর্কিত। ইসলামের প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমল বিস্তৃত। একজন মানুষ কতটা পরহেজগার তা তার দৈনন্দিন আমল দ্বারাই পরিমাপ করা হয়। আমল দু ধরনের হতে পারে।

১. নেক আমল: যা দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হবে।

২. বদ আমল: যা দ্বারা আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

ইসলাম পালনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে ঈমান ও আমল। ইসলামের বিষয়গুলোকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করে তা নিজের আমলের দ্বারা কার্যকর করা প্রয়োজন। কেননা কোনো কাজই ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণতা পায় না, যতক্ষণ না তাকে আমলের মধ্যে নেওয়া হয়। লোক মুখে শোনা একটি প্রবাদ আছে- “জানার নামও দ্বীন নয়, মানার নামও দ্বীন নয়। আমল করার নামই দ্বীন।”

সুতরাং, একথা স্পষ্ট যে আমল ছাড়া ইসলাম পরিপূর্ণতা পায় না। আল্লাহর নির্দেশ ও রাসূলের সুন্নাহকে নিজের আমলে প্রতিষ্ঠা করার মাধ্যমেই একজন পরিপূর্ণ মুমিন বান্দা হতে পারে। তাই আমলকে বাদ দিয়ে ইসলামি জীবন যাপন করা সম্ভব নয়।

আমলের অধঃপতন বলতে কী বোঝায়:

আমলের অধঃপতন বলতে দৈনন্দিন আমল পালন হতে গাফেল হওয়াকে বোঝায়। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির থেকে যখন তার দ্বীনি আমল সমূহ ছুটে যেতে থাকে, সেই অবস্থাকেই আমলের অধঃপতন বলা যায়।

কত মানুষ আছেন যারা নিয়মিত তাহাজ্জুদ এর নামাজ পড়তেন, কিন্তু একদিন তার নামাজের প্রতি উদাসীনতা চলে এলো। সে ভাবলো, আজকে তাহাজ্জুদ পড়তে ইচ্ছা হচ্ছে না। আজ বরং থাক। এভাবে নিয়মিত তাহাজ্জুদ বাদ দিতে লাগলো। একটা সময় এমন হলো যে তাহাজ্জুদ আর তার পড়াই হচ্ছে না। সে নিজেকে বুঝ দিলো, তাহাজ্জুদ পড়া হচ্ছে না? তাই কি! নিয়মিত ফজর টা তো মসজিদে জামায়াতের সঙ্গে পড়া হচ্ছে। কোনো এক সময় এটাও বাদ গেল। সে ভাবলো জামায়াতে ফজর পড়া হচ্ছে না? কিন্তু সূর্য ওঠার আগে তো ঘুম থেকে উঠে স্বালাত আদায় করছি। এভাবে ধীরে ধীরে তার স্বালাতের প্রতি উদাসীনতা বৃদ্ধি পেতে থাকলো। তেমনিই একটা সময় কেও প্রতিদিন ১পারা কুরআন তিলওয়াত করতো। কিছু দিন পরই তা কমে গিয়ে অর্ধেক পারা হয়ে গেল। এভাবে ধীরে ধীরে এখন আর কুরআন ধরাই হয় না।

আমল থেকে বিমুখ হয়ে যাওয়ার এমন আরো অনেক উদাহরণ পাওয়া যাবে। এভাবেই আমাদের জীবনে আমলের অধঃপতন ঘটে থাকে।

আমলের অধঃপতনের কারণসমূহ:

পৃথিবীর সব গোষ্ঠী, জাতি ও দেশ উন্নতি চায়। কিন্তু অনেকে উন্নতির কাক্ষিত জায়গায় পৌঁছতে পারে না; অধঃপতনের শিকার হয়। আমলের ক্ষেত্রেও এমন। এই অধঃপতনের মূলে রয়েছে অলসতা, দুনিয়াবিমুখ হওয়া, অহংকার, প্রদর্শন প্রভাব, আমলের গুরুত্ব না বোঝা, নফসের প্ররোচনা, শয়তানের ইন্ধন ইত্যাদি। এছাড়া নিজেদের নফসের খাহেশেও আমরা আমলী আধঃপতনের শিকার হই। কুরআনে আছে-

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ۖ

“নফস তো মন্দ কাজে প্ররোচিত করতেই থাকে, আমার প্রতিপালক যার প্রতি দয়া করেন সে ছাড়া।” [২]

আমলি অধঃপতনের মূলে মূলত অনেকগুলো কারণ বিদ্যমান। যেগুলোর প্রত্যেকটি আলাদাভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

দুনিয়ামুখী হওয়া:

আমলের অধঃপতনের অন্যতম কারণ হলো দুনিয়ামুখী হওয়া। অর্থাৎ দুনিয়ামুখী চিন্তায় মগ্ন হওয়া। দুনিয়ার প্রতি মানুষ যখন বেশি ঝুকে পড়ে তখন তার আত্মেরাতি চিন্তা লোপ পায়। দুনিয়ামুখীতা মানুষকে তার দুনিয়ায় আসার মূল মাকসাদ কে ভুলিয়ে দেয়। ফলে মানুষ দুনিয়ার সুখ, শান্তি, খাওয়া-পরা তেই মগ্ন থাকে। এতে সে আল্লাহ কে ভুলে দুনিয়া গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

সূরা তাকাসুরে আল্লাহ তাআলা মানুষের একটি মন্দ স্বভাবের কথা উল্লেখ করে সে সম্পর্কে সতর্কবার্তা দিয়েছেন। সূরার শুরুতে ইরশাদ করেছেন : “(পার্থিব ভোগসামগ্রীতে) একে অন্যের ওপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টা তোমাদেরকে উদাসীন করে রাখে। যতক্ষণ না তোমরা কবরস্থানে পৌঁছ।” এখানে আল্লাহ তাআলা মানুষের লোভ ও ভোগবাদী স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এ স্বভাব মানুষকে প্রতিনিয়ত প্ররোচিত করতে থাকে ইহজাগতিকতায় অন্যের চেয়ে এগিয়ে যেতে। অন্যের চেয়ে ভালো পোশাক পরতে, ভালো খাবার খেতে, অন্যের বাসস্থানের চেয়ে ভালো বাসস্থানে বসবাস করতে। একে একে নিজের জাগতিক সবকিছু যেন অন্যের চেয়ে ভালো হয়। ফলে কোনো ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে খারাপ থাকলে দুঃখ লাগে। মনে অতৃপ্তি দানা বাঁধে। তা লাভ করার লালসা জন্ম নেয়।

আবার কোনো ক্ষেত্রে অন্যের চেয়ে এগিয়ে গেলে সুখবোধ হয়। অব্যহত এগিয়ে থাকার প্রতিযোগী মানসিকতা জেগে ওঠে। এভাবে মানুষের ভোগবাদী স্বভাব দুনিয়ামুখিতায় মানুষকে একে অন্যের ওপর আধিক্য লাভের প্রচেষ্টায় লিপ্ত রাখে। এ মানসিকতা ধীরে ধীরে মানুষকে তার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিমুখ করে ফেলে। তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য কী? তার গন্তব্য কোথায়? তার করণীয় কী এবং সাফল্য লাভের কী উপায়? এ ব্যাপারে সে উদাসীন হয়ে যায়। যে যতো বেশি দুনিয়ামুখী হয়, সে তার প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও গন্তব্য থেকে ততো বেশি দূরে সরে যায়।

এভাবে দুনিয়ামুখীতা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। মানুষের নেক আমল তার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

অলসতা:

আমলী অধঃপতন এর আরো অন্যতম একটি কারণ হলো অলসতা।

অলসতা এমন এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা মানুষকে ধীরে ধীরে অশুভ পরিণতির দিকে নিয়ে যায়। মানুষের ব্যক্তি ও সামাজিক জীবনকে মূল্যহীন করে দেয়। প্রাণবন্ত জীবনের সজীবতা ও কর্মময় জীবনের গতিময়তাকে উদাসীনতায় পর্যবসিত করে দেয়। এ জন্যই একজন প্রকৃত মুমিন অলসতাকে মনেপ্রাণে ঘৃণা করে।

মূলত শয়তান চায় সর্বদা মুমিন বান্দার ইবাদতে আলস্য সৃষ্টি করতে। কারণ শয়তান মুমিনের ভালো কাজগুলো সহ্য করতে পারে না। তাইতো সে মানুষের দেহমনে অলসতা সৃষ্টি করে ভালো কাজ থেকে সরিয়ে রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা করে।

এভাবেই অলসতা মানুষকে তার প্রতিদিনের আমল থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। হাদিসের ভাষায়, রাসুল (সা.) বলেছেন, ‘তোমাদের কেউ যখন ঘুমিয়ে পড়ে তখন শয়তান তার ঘাড়ের পশ্চাদংশে তিনটি গিঁট দেয়। প্রতি গিঁটে সে এ বলে চাপড়ায়, তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি শুয়ে থাকো। অতঃপর সে যদি জাগ্রত হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে একটি গিঁট খুলে যায়, পরে অজু করলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়, অতঃপর সালাত আদায় করলে আরো একটি গিঁট খুলে যায়। তখন তার প্রভাত হয় উৎফুল্ল মনে ও অনাবিলচিন্তে। অন্যথায় সে সকালে ওঠে কলুষ কালিমা ও আলস্য সহকারে। [৩]

হারাম ভক্ষণ:

মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তাআলা জীবন-জীবিকার জন্য অর্থ-সম্পদ বা খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেছেন,

“যখন নামাজ শেষ হয় তখন তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ তথা রিজিক অনুসন্ধান করো। আর বেশি পরিমাণে আল্লাহর স্মরণ করো; যেন তোমরা সফলকাম হতে পার।” [৪]

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে হালাল উৎস থেকে উপার্জনের পাশাপাশি হালাল পথে ব্যয় করার নির্দেশনা রয়েছে। উল্লিখিত আয়াতে জীবিকার কথার আগে নামাজ এবং পরে আল্লাহর স্মরণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ জীবনের সব ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান অনুসরণ এবং আল্লাহভীতি অন্তরে জাগ্রত রাখা জরুরি।

এথেকে বোঝা যায়, হালাল ভাবে উপার্জন করাও একটা ইবাদাত। উপরন্তু এটা আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। হারামে বরকত নেই। যে কেও হারাম পন্থায় উপার্জন করে, তা থেকে ভক্ষণ করে, সে নিজের আখিরাত বিনষ্ট করে। তার আমল আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। ধীরে ধীরে সে দ্বীনি আমল হতে মাহরুম হয়ে যাবে। হালাল ভক্ষণে মানুষের স্বভাব-চরিত্র সুন্দর হয়। সুকুমারবৃত্তি জাগ্রত হয়। দ্বীনি আমলের প্রতি মানুষ আগ্রহী হয়ে ওঠে। অন্যদিকে হারাম মানুষের দেহ-মনে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। নৈতিক অধঃপতন ডেকে আনে। তাই ইবাদত বন্দেগির পূর্ব শর্ত হলো পবিত্র বা হালাল পানাহার করা।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

“হে রাসূলগণ! আপনারা হালাল খাদ্য গ্রহণ করুন এবং নেক আমল করুন।” [৫]
এ আয়াতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে যে, সৎকর্ম সম্পাদন করা তখনই সম্ভব হবে যখন মানুষের আহাৰ্য ও পানীয় বস্তু হালাল হবে।

গোপন গুনাহ:

মানুষের স্বভাবজাত প্রকৃতি হলো সে নিজের অপরাধ আড়াল করতে চায়। হাজারো মানুষের কোলাহলে নিজেকে সবাই ভালো বলুক; আভিজাত্যে, মর্যাদায় ও সুনামে ঝরঝরে দেখা যাক- এটাই সে প্রত্যাশা করে থাকে। কারো কারো পক্ষে অন্যায় বা গোপন পাপ ঢেকে রাখা কখনো কখনো নির্দিষ্ট কিছু সময়ের জন্য সম্ভব হলেও সর্বদা তা লুকিয়ে রাখা সম্ভব হয়ে উঠে না। মানুষ যখন জেনেবুঝে ইচ্ছাকৃতভাবে গোপনে গুনাহ করতে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তখন অন্তর থেকে ধীরে ধীরে মহান আল্লাহর ভয় বিদায় নিতে থাকে। অন্তর যখন তাকওয়াশূন্য হয়ে যায়, তখন অন্তর পাথরের মতো শক্ত হতে যায়। তখন তার কাছে ইসলামী ধ্যানধারণা মনোরম ও আকর্ষণীয় লাগে না। ধর্মীয় বিধানাবলি বিরক্তিকর মনে হতে থাকে। অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগ্রত হয় না। মুনাযাতে চোখে পানি আসে না। এক পর্যায়ে তার কোনো আমলে আর মন বসে না। ইবাদত করতে ভালো লাগে না। কুরআন তেলাওয়াত আর আগের মতো মধুর মনে হয় না। ক্রমান্বয়ে সে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। জাহেলিয়াতের অন্ধকার গলিপথ তার কাছে আপন মনে হয়। মাঝে মাঝে সে অন্ধকারে নিমজ্জিত অবস্থা থেকে মুক্তি চায়, বাঁচতে চায়; কিন্তু বাঁচতে পারে না, তার পক্ষে ইউটার্ন নেওয়া আর সম্ভব হয়ে উঠে না। অবস্থা তো কখনো এমন ভয়ানক হয় যে, তার ঈমান পর্যন্ত বিনষ্ট হয়ে যায় এবং ঈমানহীন অবস্থায়ই তার মৃত্যু ঘটে। আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন।

আর কেউ কেউ আছে পাপ করতে করতে এক সময় পাপকে আর পাপই মনে করে না! তার কাছে পাপ করা তুচ্ছ ও সামান্য ব্যাপার হয়ে যায়। তখন আল্লাহর ক্রোধ আর পরকালের ভয়াবহ আযাবকে সে পরোয়া করে না। ফলে এক পর্যায়ে মহান আল্লাহ তার জন্য পাপের কাজকে তার কাছে প্রিয় করে তুলেন! আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝

‘যাকে তার মন্দ কর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে সেটাকে উত্তম মনে করেছে (সে কি তার সমান, যে সৎপথে পরিচালিত?) নিশ্চয়ই আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করেন। আর যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

কাজেই তাদের জন্য আক্ষেপ করে আপনি আপনার জীবনকে ধ্বংস হতে দি়েন না। তারা যা করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত' [৬]

পাপ কাজ শোভনীয় মনে হতে হতে একসময় সে পাপ কাজকে তখন ভালোবাসতে শুরু করে, ফলে তার তওবা করার নছীব হয় না। আর এই অবস্থায় সে আল্লাহর ক্রোধ এবং অসন্তুষ্টি নিয়ে মৃত্যুবরণ করে। এমন অনেক মানুষ রয়েছে, যারা অন্যদের কাছে ভালো মানুষ হিসেবে পরিচিত, নিয়মিত ছালাত আদায় করে, দ্বীনদার, ধার্মিক, আলেম কিংবা আল্লাহওয়ালা বা তথাকথিত বুজুর্গ হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে, প্রকাশ্যে তাকে পাপ কাজ করতে দেখা যায় না; কিন্তু গোপনে গোপনে তিনি নানা ধরনের গুনাহের কাজে লিপ্ত (সাধারণত বাংলাদেশের কিছু মাযারের সেবক ও পীরদের ক্ষেত্রে যা হয়ে থাকে)। আবার অনেকে প্রকাশ্যে ভালো মানুষ হলেও গোপনে কবীরা গুনাহ করে। এটি একদিকে মুনাফেকী ও শঠতা, অন্যদিকে ধীরে ধীরে তার আমল ও ইবাদত নষ্ট হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি:

বর্তমানে সোশ্যাল মিডিয়া বলতে ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার ইত্যাদিকে বোঝায়। এর মধ্যে ফেসবুক জনপ্রিয়তার শীর্ষে আছে। শিশু থেকে বয়স্ক- সবাই এর প্রতি আসক্ত। দিনের শুরু হয় ফেসবুক দিয়ে এবং শেষও হয় ওই ফেসবুক দিয়েই। বর্তমানে যুব সমাজের মধ্যে মাদকের মতো বেড়েছে ফেসবুক আসক্তি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি বর্তমান সমাজে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় আসক্তি বর্তমান জেনারেশনকে পঙ্গু করে রেখেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় অধিক পরিমাণ সময় ব্যয় করার কারণে আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই অর্জন হচ্ছে না।

আমলী আধঃপতনের অন্যতম একটি কারণও এটি। সোশ্যাল মিডিয়ায় অধিক সময় নষ্ট করার কারণে আমরা আমাদের দৈনন্দিন কাজের গতি হারিয়ে ফেলছি, একই সাথে দ্বীনি আমল করার মনোভাবও নষ্ট করে ফেলছি।

মাত্রাতিরিক্ত আসক্তির কারণে আমরা সময়ের কাজ সময়ে করছি না, দৈনিক ইবাদত করতে আলসেমি করি। তাছাড়া, সোশ্যাল মিডিয়ার মোহ দ্বীনদারীতাকেও ভুলিয়ে দেয়।

অশ্লীলতা:

আল্লাহ বলেন- “হে মানুষ, ভূমণ্ডলে বিদ্যমান বস্তুগুলো থেকে হালাল উত্তম জিনিসগুলো খাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলো না, বস্তুত সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তোমাদেরকে শুধু অসৎ এবং অশ্লীল কাজের নির্দেশ দেয়, আর তোমাদেরকে নির্দেশ দেয় আল্লাহর সম্বন্ধে এমন কথা বলার যা তোমরা জান না।” [৭]

অশ্লীলতা এমন এক ব্যাধি, যা মানুষকে পশুর সমতুল্য করে তোলে। অশ্লীলতায় মগ্ন ব্যক্তি কখনোই ইমানদার হতে পারে না। কেননা অশ্লীলতা তাকে গুনাহের সমুদ্রে তলিয়ে নেয়। অশ্লীল ব্যক্তির হৃদয় হয়ে যায় পাথরের মতো শক্ত। তার মনে আল্লাহর কোনো ভয় ভীতি থাকে না। ফলে সে দ্বীনি আমল ভুলে আল্লাহর রাস্তা হতে দূরে সরে যায়। অশ্লীলতা মানুষের ভালো কাজগুলোকে মূল্যহীন করে দেয়।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যখনই কোনো জাতির মধ্যে প্রকাশ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ে, (যেমন সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার ইত্যাদি) তখন তাদের মধ্যে মহামারি আকারে প্লেগ ও এমন সব ব্যাধির জন্ম হয়, যা আগেকার লোকেদের মধ্যে কখনো দেখা যায়নি।

অঙ্গীকার ভঙ্গ করা:

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, “অঙ্গীকার বলতে, আল্লাহতায়ালার বান্দার কাছ থেকে ইমান ও ইবাদত সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন অথবা তার নাজিলকৃত বিধি-বিধান হালাল ও হারাম সম্পর্কিত যেসব অঙ্গীকার নিয়েছেন, আয়াতে সেগুলোই উদ্দেশ্য।” [৮]

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে জাতি আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, আল্লাহ তাদের ওপর বিজাতীয় দুশমনকে ক্ষমতাসীন করে দেন। সে তাদের ধন-সম্পদসহ সবকিছু কেড়ে নেয়।

উপরে উল্লেখিত হাদিস হতে বোঝা যায়, অঙ্গীকার ভঙ্গ করা ধ্বংসের মূল। আমরা আল্লাহর বান্দা এবং রাসুল (স:) এর উম্মাত। এ জায়গা থেকে এক আল্লাহর বিধিনিষেধ মানতে ও রাসুল(স:) এর অনুসরণ করতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। অথচ যখন এর বিপরীত টাই ঘটে তখন আল্লাহ তা'লা আমাদের কাজের দরুন দ্বীনি আমল পালন কঠিন করে দেন। এভাবেই অঙ্গীকার ভঙ্গের মাধ্যমে আমলী আধঃপতন ঘটে।

আমলের অধঃপতনে করণীয়:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا- وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

“সফল হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, এবং ব্যর্থ হয় সেই ব্যক্তি যে তার আত্মাকে কলুষিত করে।” [৯]

দুনিয়ার নানামুখী কাজ-কর্মের দ্বারা আমরা বিভিন্ন সময়ে আমাদের দ্বীনি আমল থেকে মাহরুম হয়ে যাই। এ সময় শয়তানের ইশারাতেই আমরা চলতে থাকি। শয়তান প্রাথমিকভাবে আমাদের থেকে দ্বীনি আমলসমূহ দূর করে দেয়, অতঃপর বিভিন্ন গুনাহের ইন্ধন দিতে থাকে। এভাবেই মানুষ চির ধ্বংসের দিকে চলতে থাকে।

তাই আমাদের নিজেদের দ্বীনি আমলের প্রতি অনেক বেশি যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন। যখন আমাদের আমলী অধঃপতন দেখা দিবে তখন হতাশ না হয়ে দয়াময় আল্লাহর কাছে তওবাহ করে ফিরে আসতে হবে। অধঃপতনের কারণ খুঁজে বের করতে হবে, অতঃপর এর প্রতিকার করতে হবে। আমাদের আমলী অধঃপতনের করণীয় সমূহ বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা:

আমলী অধঃপতন এর প্রতিকার এর জন্য প্রথমেই আমাদের আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। প্রতিদিনের আমল কে সুশৃঙ্খলভাবে সাজিয়ে এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা একটি নির্দিষ্ট তালিকা তৈরি করে নিতে পারি।

যেমন: ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠে মিসওয়াক করে পবিত্র হয়ে ফজরের সালাত আদায় করা। এরপর কিছু জিকির-আযকার ও হিফাজতের মাসনূন আমল করে নেওয়া যেতে পারে। সম্ভব হলে ইশরাক, চাশতের সালাত আদায় করে নেওয়া। এর মাঝে দুনিয়ার প্রয়োজন সেরে নিয়ে যোহর এর সালাত আদায় করে বিশ্রাম নেওয়া। আসরের ওয়াক্ত হলে সালাত শেষে কিছুক্ষণ কুরআন তিলওয়াত ও অন্যান্য যিকির করা যেতে পারে। এরই পর মাগরিব শেষে হিফাজতের মাসনূন আমল করে দুনিয়াবি কাজ শেষে ঈশার সালাত আদায় করে রাতের কিছু আমল গুছিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

এমনই নিজেদের দুনিয়াবি কাজ কর্মের পাশাপাশি দ্বীনি আমল এর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে ইন শা আল্লাহ আমলী অধঃপতন হতে কিছুটা রক্ষা পাওয়া যাবে।

আল্লাহকে ভয় করা :

আমলী অধঃপতন হতে পারে ২টি কারণে। ১. শয়তানের ওয়াসওয়াসা। ২. নফসের ধোঁকা।

এই দুটিই আমাদের পরম শত্রু। তাই শয়তান এবং নিজের নফসের কুমন্ত্রণা হতে বেঁচে থাকা আবশ্যিক। আর এটি তখনই সম্ভব হবে, যখন আমাদের মনে আল্লাহর ভয় সদা বিরাজ করবে।

আল্লাহ বলেন,

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ ۖ

“যে ব্যক্তি আল্লাহর সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করে, তার জন্য রয়েছে দু’টি জান্নাত” [১০]

তিনি আরো বলেন,

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۖ

“নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন যারা আল্লাহভীরু এবং যারা সৎকর্মশীল” [১১]

অর্থাৎ যারাই আল্লাহভীরু তারাই সৎকর্মশীল। এর বিপরীত হওয়া সম্ভব নয়। অত্র আয়াতে আরেকটি বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে যে, আল্লাহভীরুতা প্রমাণিত হবে কর্মের মাধ্যমে, কেবল কথার মাধ্যমে নয়।

আল্লাহ আমাদের মালিক। তিনি যেমন চান তেমনই হবে। আমরা যদি শয়তানের ওয়াসওয়াসায় কিংবা নিজের নফসের তাড়নায় আল্লাহর সাথে নাফরমানি করে ফেলি তবে এর জন্য আমাদেরকে আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে। আর যদি আল্লাহর হুকুম যথাযথ পালন করতে পারি, তবে আল্লাহ আমাদের পুরস্কৃত করবেন। আল্লাহতে ভয় মানুষকে সৎ পথে চলতে শেখায়, মিথ্যা থেকে বাঁচায়।

তাই আল্লাহর ভয় মনের ভিতর থাকলে দুনিয়ার কর্ম ভুলে আখিরাতে জয় করা সহজ হবে। আল্লাহর ভয় আমাদের আল্লাহর নিকট যেতে সহজ করে। কাজেই আমরা আল্লাহকে ভয় করবো, আল্লাহর ক্রোধ কে ভয় করবো। তবেই আমাদের দ্বীন পালন সহজতর হবে।

ওহীর বিধান মেনে চলা:

আল্লাহ বলেন,

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

“রাসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ করো এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাকো” [১২]

“আর তিনি কোন কথা বলেন না আল্লাহর ‘অহি’ ব্যতীত” [১৩]

আল্লাহ বলেন, “যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল” [১৪]

তাই হাদীছ বাদ দিয়ে কুরআন মান্য করার দাবী স্রেফ আত্মপ্রতারণা মাত্র।

বস্তুতঃ তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলার মধ্যেই রয়েছে আত্মকে কলুষমুক্ত রাখার সর্বোত্তম উপায়। কারণ ইসলামের সকল বিধান আখেরাতে মুক্তির লক্ষ্যে নির্ধারিত।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ لَيْسَ مِنْ شَيْءٍ يُقَرَّبُكُمْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ النَّارِ، إِلَّا قَدْ أَمَرْتُكُمْ بِهِ، وَلَيْسَ شَيْءٌ يُقَرَّبُكُمْ مِنَ النَّارِ، وَيُبَاعِدُكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ إِلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، وَإِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ نَفَثَ فِي رُوعِي، أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَطْلُبُوهُ بِمَعَاصِي اللَّهِ، فَإِنَّهُ لَا يُدْرِكُ مَا عِنْدَ اللَّهِ إِلَّا بِطَاعَتِهِ ۝

‘হে জনগণ! তোমাদেরকে জান্নাতের নিকটবর্তী করে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নির্দেশ দিয়েছি। পক্ষান্তরে

তোমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে এবং জান্নাত থেকে দূরে রাখে, এমন সকল বিষয় আমি তোমাদের নিষেধ করেছি। আর আল্লাহ আমার প্রতি ‘অহি’ করেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার রুযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব সাবধান! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সুন্দর পন্থায় জীবিকা অন্বেষণ কর। আর জীবিকা আসতে দেরী দেখে আল্লাহর অবাধ্যতার মাধ্যমে তোমরা তা অন্বেষণ করো না। কেননা আল্লাহর নিকটে যা রয়েছে তা তাঁর আনুগত্য ভিন্ন পাওয়া যায় না’। [১৫]

অত্র হাদীছে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য আল্লাহর দেওয়া পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যেমন ছালাত-হিয়াম-হজ্জের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি অর্জন, যাকাত আদায় ও আল্লাহর পথে ব্যয়ের মাধ্যমে মালশুদ্ধি অর্জন ও নফল ইবাদত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।

আখিরাতকে স্মরণ করা:

আল্লাহ বলেন,

أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ- لِيَوْمٍ عَظِيمٍ- يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ

‘তারা কি চিন্তা করে না যে, তারা অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে’। ‘সেই মহা দিবসে’? ‘যেদিন সকল মানুষ জগত সমূহের প্রতিপালকের সম্মুখে দণ্ডায়মান হবে’? [১৬/ মৃত্যুর পরের জীবন হলো আখিরাত। এই জীবনের শুরু আছে, শেষ নেই। আমরা ইহজগতে যে সমস্ত কর্ম করবো, আখিরাতে গিয়ে তারই ফল পাবো। এ কথা আমাদের সকলেরই জানা।

তবে দুনিয়ার নানামুখী কাজের মধ্যে আখিরাতের কথা ভুলে যাই। ভুলে যাই এই পার্থিব জীবন খনস্থায়ী। যার ফলে আল্লাহর পথ হতে গাফেল হয়ে স্বেচ্ছাচারী হয়ে বেড়াই। দ্বীনি আমল থেকে মাহরুম হয়ে যাই। অথচ এর পরিণাম খুবই ভয়াবহ। আমরা যদি প্রত্যহ এই আখিরাতের জীবনের কথা স্মরণ করি, যদি এই চিন্তা মাথার মধ্যে গেঁথে ফেলি যে পরকালে গিয়ে আমার কী হবে? কী জবাব দিবো আল্লাহর কাছে? কী নিয়ে যাবো আল্লাহর সামনে? তবে দৈনন্দিনের এই পাপাচার হতে আমরা বিরত থাকবো। আখিরাতে সুখ শান্তি পাওয়ার তাগিদে নিজের দ্বীনি আমলকে সুসজ্জিত করবো। তাই বলাই যায়, আখিরাতের স্মরণ আমাদের আমল আখলাক কে সুন্দর করে তোলে।

কবর ও মৃত্যুর কথা স্মরণ করা:

কবর জিয়ারত ও মৃত্যুর স্মরণের মাধ্যমে মানুষের অন্তর আল্লাহমুখী হয়। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, “ইতোপূর্বে আমি তোমাদেরকে কবর জিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম, এখন তোমরা তা জিয়ারত করো। কেননা নিশ্চয়ই তা আখিরাতকে স্মরণ করিয়ে দেয় এবং অন্তরের উন্নতি ঘটায়।” [১৭]

উপরিউক্ত হাদিসের দ্বারা আমরা একথা বুঝতে পারি যে অন্তরের উন্নতির জন্য কবর জিয়ারত করা অত্যন্ত ফলপ্রসূ। কবর জিয়ারতের দ্বারা মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। আর মৃত্যুর কথা স্মরণ হলে আখিরাতের চিন্তা মনে উদয় হয়। সেই চিন্তা থেকেই আমরা আমাদের গুনাহ থেকে দূরে সরে নেক আমলে মনোনিবেশ করতে পারবো। কবর জিয়ারতের দ্বারা অন্তরের উন্নতি ঘটানোর মাধ্যমে দ্বীনি আমলের সঠিক পরিচর্যা করতে শিখবো। তাই আমরা সর্বদা মৃত্যুর কথা স্মরণ করবো, মৃত্যুর পর মহান আল্লাহর কাছে কি নিয়ে যাবো, তার কাছে কি উত্তর দিবো? এসব কথা চিন্তা করবো। কবর জিয়ারত মৃত্যুর কথা স্মরণ করায়, তাই বেশি বেশি কবর জিয়ারত করবো। এভাবেই আমাদের আত্মিক উন্নতি ঘটবে ইন শা আল্লাহ।

অন্তরের পবিত্রতার জন্য দুয়া করা:

অন্তরের পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির জন্য এবং আল্লাহর বিধান পালনে তার দৃঢ়তার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করা আবশ্যিক। রাসুলুল্লাহ (সা.) দোয়া করতেন, “হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে আপনার আনুগত্যে দৃঢ় করে দেন।” [১৮]

অপবিত্র আত্মা মানুষকে আল্লাহ বিমুখ করে তোলে। অন্তর পরিশুদ্ধ না হলে ইবাদতের মধ্যে গাফিলতা চলে আসে। ইবাদাতের মধ্যে গাফিলতি থাকা আমল ধ্বংসের মূল। তাই আমলের মাঝে বরকতের জন্য, মনে পরিশুদ্ধতা আনার জন্য আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ করতে হবে। মহান রব্বুল আলামীন যেন আমাদের অন্তরকে তার দ্বীনের উপর অটল রাখেন, আমাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখেন, আমাদের নেক আমলে বারাকাহ দান করেন এই কামনা করতে হবে।

এজন্য আমরা সর্বদা আল্লাহর কাছে আমাদের আমলের বারাকাহ-র দুয়া করবো। আমাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য দুয়া করবো। আমাদেরকে ইসলামের উপর মৃত্যু দেওয়ার জন্য দুয়া করবো।

মন্দ কাজের শাস্তি সম্পর্কে জানা:

আল্লাহ বলেন,

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

‘তিনিই সেই সত্তা যিনি তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং তোমাদেরকে একে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন, তাতে পরীক্ষা নিতে পারেন। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক দ্রুত শাস্তি দানকারী এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল ও দয়াবান’ [১৯]

মানুষের অন্তর মন্দপ্রবণ। আর যে কাজে তাকে নিষেধ করা হয়, সে কাজের প্রতি সে প্রলুব্ধ হয়। ফলে সে সর্বদা ছোট-বড় পাপ করতেই থাকে। সবল শ্রেণী পাপ করেও পার পেয়ে যায়। ফলে তারা আরও পাপে উৎসাহিত হয়। দুর্বল শ্রেণী লঘু পাপে গুরুদণ্ড পায়। আবার অনেক সময় বিনা পাপে দণ্ড ভোগ করে। ফলে মন্দ কাজের শাস্তি না পেয়ে সবল শ্রেণী যেমন উদ্ধত হয়। তেমনি বিনা দোষে শাস্তি পেয়ে দুর্বল শ্রেণী হতাশ হয় এবং প্রায়ই তার ক্ষুব্ধ বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাতে সমাজে হিংসা ও প্রতিহিংসার আগুন তীব্র আকার ধারণ করে। তাই হতাশাগ্রস্ত মানুষকে আল্লাহ দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের বিপরীতে আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। যেখানে যালেম তার যথাযথ শাস্তি পাবে এবং মযলুম তার যথার্থ পুরস্কার পাবে।

নিজের আমলী আধঃপতন যেন না ঘটে সেজন্য আমাদেরকে সর্বদা মন্দ কাজের প্রতিফল স্মরণ রাখতে হবে। কেননা আমরা মন্দ কাজে জড়িয়ে পড়লে তা হবে আমাদের দ্বীনি আমল হতে বিচ্যুতির অন্যতম কারণ। তাই নিজের আমল কে হিফাজত করতে সর্বদা মন্দ হতে বাঁচতে হবে। আর এজন্য মন্দ কাজের প্রতিফল সম্পর্কে জ্ঞান রাখতে হবে।

ছগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা:

আমরা জানি যে কোনো গুনাহ আমলী আধঃপতনের অন্যতম কারণ হতে পারে। এজন্য ছোট বড় সকল প্রকার গুনাহ থেকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে।

ছগীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা খুবই কষ্টকর। কিন্তু এটা করলে তা পরিত্যাগ করা আবশ্যিক। কেননা ছগীরা গুনাহ মানুষকে কবীরা গুনাহের দিকে ধাবিত করে। বিশেষ করে যৌন বিষয়ে, নেশাকর বস্তু বিষয়ে এবং অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন বিষয়ে এক পা বাড়ালেই তা চুম্বকের মত মানুষকে দ্রুত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে। অতএব এসবের সামান্যতম সুড়সুড়ি পেলেই ওটাকে শয়তানী ধোঁকা মনে করে বাম দিকে তিনবার থুক মেরে *আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়তানির রজীম* বলে ছুটে পালাতে হবে। যুক্তি-তর্কের কবলে পড়লেই শয়তানের ফাঁদে আটকে যেতে হবে। অতএব খালেছ তওবা করে আল্লাহর দিকে ফিরে আসতে হবে ও সকল ব্যাপারে তাঁর উপরেই ভরসা করতে হবে। নিজেকে পূর্ণরূপে আল্লাহর হাতে সঁপে দিতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ কখনোই তাঁর উপরে নির্ভরশীল বান্দার কোন অমঙ্গল করেন না। তিনি বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করে, আল্লাহই তার জন্য যথেষ্ট হন” [২০]

মনে রাখতে হবে, ছগীরা গুনাহ বারবার করলে তা কবীরা গুনাহে পরিণত হয়ে যায়। যা তওবা ব্যতীত মাফ হয় না। বলা হয়ে থাকে, لا صغيرة مع إصرار، ولا كبيرة مع استغفار ‘ছগীরা গুনাহ বারবার করলে তা ছগীরা থাকে না এবং তওবা করলে আর কবীরা থাকে না’।

জাহান্নাম এর কথা স্মরণ করা:

জাহান্নাম অতি কষ্টের স্থান। দুনিয়ায় যারা আল্লাহর অবাধ্য আচরণ করবে আল্লাহ পরকালে তাদের শাস্তি স্বরূপ জাহান্নামে প্রেরণ করবেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, “জাহান্নামের উপর পুলছিলাত স্থাপন করা হবে। অতঃপর আমিই রাসূলগণের মধ্যে প্রথম যিনি তার উন্মতকে নিয়ে পুলছিলাত অতিক্রম করবেন। আর সেদিন নবীগণ ব্যতীত কেউ কথা বলবেন না। তারা কেবল বলবেন, হে আল্লাহ! রক্ষা কর! রক্ষা কর! সা‘দান

কাঁটার ন্যায় জাহান্নামের আংটাসমূহ থাকবে। সেগুলি যে কত বড় বড় তা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানেন না। ঐ আংটাগুলি মানুষকে ধরে নিবে তাদের আমল অনুযায়ী। অতঃপর তাদের মধ্যে কেউ ধ্বংস হবে, কেউ শাস্তিতে পিষ্ট হবে। অতঃপর মুক্তি পাবে।” [২১]

ইবনু মাসউদ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, “মানুষ জাহান্নামের কিনারায় আসবে। অতঃপর সেখান থেকে তাদের আমল অনুযায়ী মুক্তি পাবে। কেউ চোখের পলকে পুলছিরাত পার হয়ে যাবে। কেউ বাতাসের গতিতে বেরিয়ে যাবে। কেউ ঘোড়দৌড়ের গতিতে, কেউ সাধারণ আরোহীর গতিতে। কেউ পায়ে চলার গতিতে অতিক্রম করবে।” [২২]

আমরা যদি জাহান্নাম এর শাস্তি সম্পর্কে সদা অবগত থাকি, তবে দুনিয়াতে খারাপ কাজ থেকে বেঁচে থাকা এবং নিজের আমলের প্রতি যত্নশীল থাকা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

দুয়া ও ইস্তেগফার পড়া:

আমলের হেফাজতের জন্য সর্বদা আল্লাহর কাছে দুয়া-ইস্তেগফার পড়তে হবে। আল্লাহ যেন আমাদের দ্বীনি আমলে বরকত দান করেন সেই কামনা আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করতে হবে।

তাছাড়া শয়তান এর ধোঁকা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রয়োজন। আল্লাহর আশ্রয় ছাড়া আমাদের কোনো ক্ষমতা নেই যে আমরা শয়তানের অনুসারী হবো না। এছাড়া নিজের নফস কে নিয়ন্ত্রণ করতে হলেও চাই ধৈর্য্য, যা আল্লাহর দয়া ছাড়া পাওয়া সম্ভব না। এজন্যই শয়তান ও নফসের তাড়না থেকে বাঁচার জন্য আমরা আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু’আ করবো। তিনি যেন শয়তান এর ধোঁকা থেকে আমাদের হিফাজত করেন।

আমরা জানি, ইস্তেগফার মানুষকে সকল গুনাহ হতে পবিত্র রাখে। আমরা যেন ভুলের বশবর্তী হয়ে গুনাহে লিপ্ত না হই সে জন্য ইস্তেগফার দ্বারা নিজেদের অন্তরকে সদা সতেজ রাখতে হবে। এর দ্বারা আমাদের দ্বীনি আমলী জ্ঞান আরো বৃদ্ধি পাবে, আমলের প্রতি আমাদের ভালোবাসা জন্মাবে।

আমলী অধঃপতন রক্ষার্থে আল্লাহর কাছে বেশি বেশি দু'আ ও ইস্তেগফার এর কোনো তুলনা নেই। তাই নিজেদের সুন্দর আমল গুলো হিফাজত করতে আমরা আল্লাহর কাছে দু'আ করবো। অন্তরকে পরিশুদ্ধ রাখতে বেশি বেশি ইস্তেগফার পড়বো।

অল্প হলেও আমল নিয়মিত করা :

আমাদের দৈনন্দিন জীবন হতে অনেক সুন্দর সুন্দর আমল হারিয়ে যায় শুধুমাত্র নিয়মিত সেগুলো পালন না করার কারণে। এজন্য প্রতিদিন আমলগুলো পালন করা জরুরি।

আমল না করতে করতে এক সময় সেই আমল একেবারেই আর করা হয় না। ঠিক যেমন কোনো তালা যদি দিনের পর দিন বন্ধ থাক, কেও কখনো না খুলে, তো এক সময় সেই তালা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়, আটকে যায়। তখন চেষ্টা করেও সেই তালা খোলা যায় না। তেমনি কোনো আমল যদি দিনের পর দিন বাদ পড়ে যায়, আমরা যদি নিয়মিত তা পালন না করি তবে সময়ের সাথে সাথে সেই আমল আমাদের থেকে হারিয়ে যায়। আমরা ভুলে যাই সেই প্রিয় আমলের কথা।

এজন্যই দ্বীনি আমল সমূহ নিয়মিত করা আবশ্যিক। অল্প হোক, তবুও প্রতিদিন করা। যেমন প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের পর হয়তো আমার ১০০ বার দুর্লদ শরিফ পড়ার অভ্যাস রয়েছে। এখন যেদিন আমার হাতে সময় কম থাকবে, হাতে অন্যান্য কাজের চাপ থাকবে সেদিন ১০০ বার না পারলেও অন্তত ১০ বার দুর্লদ শরিফ এর আমল জারি রাখা। যেন এই আমলটি আমার হারিয়ে না যায়। অল্প হলেও এভাবে আমল জারি রাখার মাধ্যমে আমাদের আমলের প্রতি গুরুত্ব ও ভালোবাসা অটুট থাকবে। আমলের প্রতি অভ্যাস বজায় থাকলে। এজন্য উচিত হাজার ব্যস্ততার মাঝেও প্রতিদিনের আমল গুলো অল্প করে হলেও চালিয়ে যাওয়া।

আমি কীভাবে আমার আমলের ধারাবাহিকতা ঠিক করেছি

দৈনন্দিন জীবনের নানা ব্যস্ততার মাঝে আমি আমার অনেক আমল থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম। জেনারেল লাইনের পড়াশোনার চাপ, সাংসারিক ব্যস্ততার মাঝে অনেক নেক আমল আমার আমলের তালিকা থেকে বাদ পড়তে থাকে। কাল করবো মনে করে অলসতার বশবর্তী হয়ে দ্বীনি আমল গুলো পালন করা থেকে বিরত থাকছিলাম। এভাবে আমার সুন্দর সুন্দর আমল গুলো আমার জীবন থেকে হারিয়ে যেতে থাকে।

আল্লাহর অশেষ রহমত আমল এর অধঃপতন এর এই বিষয়টি আমার উপলব্ধি হয়। তখন আমি প্রথমেই আল্লাহর কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাই। কেননা আমল বিচ্যুতির অন্যতম কারণ হতে পারে গুনাহ। তাই তাওবাহ করতে আমি বিলম্ব করি নি। এরপর আমি আল্লাহর কাছে আমার নেক আমলে বারাকাহ এর জন্য দুয়া করতে থাকি। আল্লাহ যেন সমস্ত গুনাহ থেকে আমাকে হিফাজত করেন, আমার নফসের কুপ্রবৃত্তি থেকে আমাকে হিফাজত করেন, শয়তানের প্রতারণা থেকে আমাকে আশ্রয় দান করেন এই বলে দুয়া করতে থাকি।

এরপর আমি আমার ফরজ আমল গুলো যথা সময়ে আদায় করি। এর সাথে সাথে অল্প অল্প করে নফল ইবাদাতের প্রতি জোর দিতে থাকি। একটি একটি করে নফল আমলের অভ্যাস করতে থাকি। আমলের ধারাবাহিকতা রক্ষা করার চেষ্টা করি। সকল আমল নিয়মিত করার চেষ্টা করতে থাকি। মৃত্যু, কবর, আখিরাতের স্মরণ করি এবং এ সম্পর্কিত হাদিসগুলো পড়ি। যখনই মনে পড়ে তখনই কিছু দুয়া-ইস্তেগফার পাঠ করি।

এভাবে আমি আমার আমলের অভ্যস্ততা ঠিক করার চেষ্টা করেছি। আল্লাহর কাছে দুয়া করা জারি রাখছি। এভাবে এক সময় আমার আমলের ধারাবাহিকতা ফিরে আসবে ইন শা আল্লাহ।

উপসংহার:

আমলের অধঃপতন আমাদের কম-বেশি সকলের সাথেই ঘটে থাকে। দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততা, শয়তানের ধোঁকা, নফসের খায়েস, অলসতা নানান কারণেই এই অধঃপতন ঘটতে পারে। তবে আমাদের উচিত সর্বদা নিজেদের আমলের উপর গুরুত্ব রাখা, নিজেদের দ্বীনি আমলের সঠিক পরিচর্যা করা, আল্লাহর কাছে আমলী হিফাজতের জন্য দুয়া করা।

এরপরও যদি আমলের অধঃপতন দেখা দেয়, তবে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। গুনাহ থেকে নিজেকে হিফাজত করে, আল্লাহর কাছে খাস দিলে তওবাহ করে অল্প অল্প করে দ্বীনি আমলের প্র্যাগ্টিস করতে হবে। তবেই মুসলিম হিসেবে আমরা সফলতা লাভ করবো। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারবো।

তালিকা ও রেফারেন্স:

১. [আল মায়িদাহঃ আয়াত নং ৯১]
২. [সূরা ইউসুফ:৫৩]
৩. [বুখারি, হাদিস : ১১৪২]
৪. [সূরা : জুমুআ, আয়াত : ১০]
৫. [সূরা মুমিন,৫১]
৬. [সূরা ফাত্বির, ৩৫/৮]
৭. [সূরা বাকারা, আয়াত: ১৬৮-১৬৯]
৮. [তাফসিরে মাআরেফুল কোরআন]
৯. [সূরা আশ-শামস: ৯১/৯-১০]
১০. [সূরা আর-রহমান ৫৫/৪৬]
১১. [সূরা নাহল ১৬/১২৮]
১২. [সূরা হাশর ৫৯/৭]
১৩. [সূরা নাজম ৫৩/৩-৪]
১৪. [সূরা আন-নিসা ৪/৮০]
১৫. [বায়হাকী- শু‘আব; মিশকাত হা/৫৩০০; ছহীহুল জামে‘ হা/২০৮৫]
১৬. [সূরা মুত্ভাফফেফীন ৮৩/৪-৬]

১৭. [মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ২৩০০৫]
১৮. [মুসনাদে আহমদ, হাদিস : ৯৪২০]
১৯. [সূরা আন'আম ৬/১৬৫]
২০. [সূরা তালাক ৬৫/৩]
২১. [মুত্তাফাক 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৫৮১ 'হাউয ও শাফা'আত' অনুচ্ছেদ]
২২. [দারেমী হা/২৭০৬; তিরমিযী হা/৩১৫৯; ছহীহাহ হা/৩১১]